PONTIFICAL COUNCIL
FOR INTERRELIGIOUS DIALOGUE

খ্রীষ্টান ও হিন্দু ঃ নতুন প্রজন্মকে শান্তি স্থাপনকারী করে গড়ে তুলছে।

MESSAGE FOR THE FEAST OF DEEPVALI

2012

Vatican City

প্রিয় হিন্দু বন্ধুগণ,

১। আন্তঃধর্মীয় সংলাপ বিষয়ক পোপীয় পরিষদ এ বছরের দীপাবলী উৎসবে উষ্ণ শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করছে। আপনাদের পরিবার ও সমাজে সহায়তা ও ভ্রাতৃত্ব আরো বেশী করে জেগে উঠুক।

২. মানব ইতিহাসের এই পর্যায়ে, যখন শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের জন্য জগতের বিভিন্ন ধর্মের মানুষের যথার্থ আকুতি নানা অশুভ শক্তির দ্বারা হুমকীর সম্মুখীন হচ্ছে তখন আমরা আপনাদের সঙ্গে একটি অনুধ্যান সহভাগিতার এই লালিত ঐতিহ্য ব্যবহার করতে চাই যেন আমরা জনগনকে, বিশেষভাবে নতুন প্রজন্মকে শান্তি-স্থাপনকারী করে গড়ে তোলার জন্য সম্ভব সবকিছু করার যে দায়িত্ব হিন্দু, খ্রীষ্টান ও অন্যান্যদের রয়েছে তা অনুসন্ধান করতে পারি।

৩. নিছক যুদ্ধের অনুপস্থিতিই শান্তি নয়, এমনি এটা একটা সন্ধি বা চুক্তিও নয় যা শান্ত জীবনের নিশ্চয়তা দেয়। বরং এটা হলো সম্পূর্ণ ও অখন্ড হয়ে উঠা, সম্প্রীতির পুন:স্থাপন (দ্রঃ পোপ ষোড়শ বেনেডিক্ট, মধ্যপ্রাচ্যের মণ্ডলী ৯), আর ভালবাসার ফল। পিতামাতা, শিক্ষকমণ্ডলী, গুরুজন, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, শান্তি রক্ষাকারীগণ, যোগাযোগের জগতে যারা আছেন এবং যারা হৃদয় থেকে শান্তির পক্ষে তারা নতুন প্রজন্মকে শিক্ষা দিতে আহুত এবং এমন পূর্ণতা এগিয়ে নিতে আহুত।

৪. যুবক- যুবতীদের শান্তির জনগণ ও শান্তি প্রতিষ্ঠাকারী হিসেবে গড়ে তোলা হলো সম্মিলিত অংশগ্রহণ ও সমবেত কর্মের একটি জরুরী আহ্বান। শান্তিকে খাঁটি ও স্থায়ী হতে হলে একে সত্য, ন্যায্যতা, ভালবাসা ও স্বাধীনতার স্তম্ভের উপর গড়ে তুলতে হবে (দ্রঃ পোপ ত্রয়োবিংশ যোহন, *জগতে শান্তি, ৩৫)* আর সব যুব নর-নারীকে সর্বোপরি সত্যতা ও ন্যায্যতার সাথে ভালবাসা ও স্বাধীনতায় কাজ করতে শেখনো প্রয়োজন। তদুপরি, শান্তির জন্য সর্বপ্রকার শিক্ষাদানে, সংস্কৃতিক ভিন্নতাকে নিশ্চিতভাবে হুমকি বা বিপদের চেয়ে বরং প্রাচুর্য হিসেবে গণ্য করা প্রয়োজন।

৫. পরিবার হলো শান্তির প্রথম বিদ্যাপীঠ আর পিতামাতা হলেন শান্তির প্রাথমিক শিক্ষক। তাদের দৃষ্টান্ত ও শিক্ষার দ্বারা তারা তাদের সন্তানদের মধ্যে মূল্যবোধ গঠনের এক অনন্য সুযোগ লাভ করেন যে মূল্যবোধসমূহ শান্তিতে বসবাসের জন্য অপরিহার্য ঃ আস্থা, শ্রদ্ধা, উপলব্ধি, শ্রবণ, সহভাগিতা, যত্নশীলতা ও ক্ষমা। বিদ্যালয়, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে যুবক যুবতীরা অন্য ধর্ম ও সংস্কৃতির ব্যক্তিদের সঙ্গে যোগাযোগ, পড়াশুনা ও কাজ করায় পরিপক্ক হয়ে উঠে। তাদের শিক্ষকমণ্ডলী ও তাদেরকে প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত অন্যান্য বক্তিবর্গের মহান কাজ হলো এমন এক শিক্ষা নিশ্চিত করা যা সব মানুষের সহজাত মর্যাদাকে শ্রদ্ধা ও মান্য করে এবং সার্বিক মানবিক উন্নয়নের জন্য বন্ধুত্ব, ন্যায্যতা, শান্তি ও সহযোগিতাকে ত্বরান্বিত করে। শিক্ষার ভিত্তি হিসেবে আধ্যাত্মিক ও নৈতিক মূল্যবোধের সাথে বিরোধ ও বিভেদ সৃষ্টিকারী ভাবাদর্শের বিরুদ্ধে ছাত্রছাত্রীদের সতর্ক করে দেয়া তাদের নৈতিক কর্তব্য হয়ে ওঠে।

সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রসমূহে রাষ্ট্রের ও সতন্ত্র নেতৃবৃন্দের যুব শিক্ষাকে শক্তিশালী করার জন্য সাধারণভাবে তাদের নিজস্ব গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করার থাকলেও বিশেষভাবে ধর্মীয় ও নৈতিক নেতা হওয়ার আহ্বানের কারণে ধর্মীয় নেতৃবর্গকে অবশ্যই যুব প্রজন্মকে উৎসাহিত করে যেতে হবে যেন তারা শান্তির পথে চলে এবং শান্তির বার্তাঘোষক হয়ে উঠে। যেহেতু যোগাযোগের সকল পন্থা ব্যপকভাবে লোকদের চিন্তা, অনুভূতি ও কাজকে গঠন করে তাই যারা এইসব কর্মকান্ডে যুক্ত আছেন তাদেরও লোকদেরকে সম্প্রীতি ও শান্তির পথে পরিচালিত করতে হবে।

৬। স্পষ্টত, শান্তি যে পূর্ণতা দান করে তা আরো ভ্রাতৃত্বপূর্ণ জগত ও জনগণের মাঝে "এক নতুন ধরনের ভ্রাতৃত্ব" গড়ে তুলবে যেখানে "প্রত্যেক ব্যক্তির মহত্বের এক মুক্ত ভাবনা" বিরাজ করবে (দ্রঃ পোপ ষোড়শ বেনেডিক্ট, লেবাননে প্রৈরিতিক যাত্রা, সরকারী সদস্য, প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠানসমূহের, কুটনৈতিক ব্যক্তিবর্গ, ধর্মীয় নেতৃবর্গ ও ওয়ার্ল্ড অব কালচারের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাক্ষাত, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১২)।

৭. আসুন আমরা সবাই সর্বদা ও সর্বত্র নৈতিক ও ধর্মীয় বিধিনির্দেশের প্রতি অনুগত হতে চেষ্টা করি যেন শান্তি স্থাপনকারী হয়ে ওঠার প্রচেষ্টায় যুবকদের উৎসাহিত করতে পরি।

আপনাদের সবাইকে পুণ্যময় দীপাবলীর শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করি।

Jean-Louis Card. Tauran

কার্ডিনাল জ্যাঁ- লুই ত্যুরান
প্রেসিডেন্ট

মিগুয়েল আনজেল আউসো গুইক্সট, এমসিসিজে
সেক্রেটারী

PONTIFICAL COUNCIL FOR INTERRELIGIOUS DIALOGUE
00120 Vatican City

Tel: +39.06.6988 4321 / 06.6988 3648
Fax: +39.06.6988 4494

http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/interelg/index.htm

E-mail: dialogo@interrel.va